দৈনিক বাংলা

022

তারিখ ... 2/7/79 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 1 ... কলাম 1 ... ...

# রফতানী লক্ষ্য ১১০০ কোটি টাকা

(স্টাফ রিপোর্টার)

১৯৭৯-৮০ অর্থবছরের রফতানী নীতি ঘোষিত হয়েছে। রোববার রাতে রফতানী উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান জনাব এম মোকাম্মেল হক বেতার ও টেলিভিশনে এই নীতি ঘোষণা করেন।

চলতি বছরে রফতানীর লক্ষমাত্রা স্থির করা হয়েছে ১১'শ কোটি টাকা।

চলতি বছরের এই লক্ষমাত্রা গত ১৯৭৮-৭৯ সালের লক্ষ্যমাত্রা ও রফতানী আয়ের তুলনায় শতকরা ২২ দশমিক ২২ ভাগ বেশি।

১৯৭৮-৭৯ সালে রফতানীর লক্ষ্য ছিল ৯ শ কোটি টাকা। এর মধ্যে গত মে মাসের শেষ নাগাদ এগারো মাসে রফতানী আয় হয়েছে ৮৩৮ দশমিক ৬৮ কোটি টাকা। আশা করা হচ্ছে যে, জুনের শেষ নাগাদ রফতানী আয়ের লক্ষমাত্রা ৯ শ কোটি টাকায় পৌঁছবে।

চলতি বছরের (১৯৭৯-৮০) রফতানী লক্ষ্যমাত্রায় পাট ও পাটজাত পণ্যের রফতানীর অংশ ধরা হয়েছে মোট রফতানীর শতকরা ৬২ দশমিক ৮২ ভাগ এবং পাট ছাড়া অন্যান্য পণ্যের অংশ ৩৭ দশমিক ১৮ ভাগ।

চলতি সালের লক্ষমাত্রা মোট ১১ শ কোটি টাকার মধ্যে ২৫ লক্ষ বেল কাঁচা পাট ও ৫ লাখ ২৫ হাজার টন পাটজাত পণ্য রফতানী থেকে আয় ধরা হয়েছে ৬৯১ কোটি টাকা এবং পাট ছাড়া অন্যান্য পণ্যের রফতানী আয় ধরা হয়েছে ৪০৯ কোটি টাকা।

চলতি আমদানী নীতিতে গত বছরের তুলনায় এবারও পাকা চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যকে বছরের রফতানী পণ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের দ্রুত উন্নয়নের জন্যে 'চামড়া রফতানী উন্নয়ন' কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই শিল্পের প্রয়োজনীয় ভারী যন্ত্রপাতির আমদানীর উপর শুল্ক হার শতকরা ২০ ভাগ থেকে কমিয়ে আড়াই ভাগ করা হয়েছে।

**এক্সপিএল**

এক্সপিএল বা রফতানী পরিক্রমেন্স লাইসেন্স স্কীমের অধীনে গত বছর ৭৫টি পণ্যের উপর এ সুবিধা দেয়া হয়েছিল। চলতি বছর এই স্কীমের পরিধি বাড়িয়ে মোট ৮০টি পণ্য এর আওতায় আনা হয়েছে।

এই নতুন পণ্যগুলো এবং এসবের বিপরীতে দেয় এক্সপিএল-এর হার হচ্ছে: স্ট্র বোর্ড—৪০ শতাংশ, খাঁটি সিল্কের সুতা—৪০ শতাংশ, টিন ভর্তি লবণযুক্ত ও ডি-হাইড্রেটেড চিংড়ি—৩০ শতাংশ, এলুমিনিয়াম ক্যাপসুল—৩০ শতাংশ, আলু—২০ শতাংশ এবং টেলিফোন তার—১০ শতাংশ।

জনাব মোকাম্মেল হক রফতানী নীতি ঘোষণাকালে বলেন যে, আমাদের রফতানী আয় প্রতি বছরই বাড়ছে। ১৯৭৫-৭৬, ১৯৭৬-৭৭ এবং ১৯৭৭-৭৮ সালে রফতানী আয় ছিল যথাক্রমে ৫৫১ কোটি ৬৮ লাখ টাকা, ৬২৫ কোটি ৫০ লাখ টাকা

(পূর্ণ বিবরণ তৃতীয় পৃষ্ঠায়)

এবং ৭৪০ কোটি ৬১ লাখ টাকা। আর ১৯৭৮-৭৯ সালে সম্ভাব্য আয় দাঁড়াবে অন্তত ৯০০ কোটি টাকায়। এই হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৭৫-৭৬ সালের রফতানী আয়ের তুলনায় ১৯৭৮-৭৯ সালে রফতানী আয় বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৬৩ ভাগ।

জনাব হক আরো বলেন যে, বিগত আর্থিক বছরে রফতানী লক্ষমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়েছে মূলত আমাদের প্রধান প্রধান রফতানী পণ্যের আন্তর্জাতিক মূল্য বৃদ্ধির জন্যে। কাঁচা পাট, পাটজাত পণ্য, চামড়া এবং হিমায়িত খাদ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে রফতানী আয়ের বৃদ্ধি ঘটেছে।

তিনি জানান যে, গত বছর পাটজাত পণ্য, চা, চামড়া এবং নিউজপ্রিন্টের উৎপাদন স্বল্পতা এবং অভ্যন্তরীন চাহিদার জন্যে রফতানীর পরিমাণ কম হয়েছে। তাছাড়া মসলা, তাজা ফল ও ~~শাকসবজি~~ ইত্যাদি পণ্যের বিদেশে প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সরকার অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাবার জন্যে এসব পণ্যের রফতানী নিষিদ্ধ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সীমিত করতে বাধ্য হয়েছেন। অধিকতর উৎপাদনের মাধ্যমেই কেবল এ সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব বলে জনাব হক মন্তব্য করেন।

জনাব হক জানান, এশিয়ার দেশসমূহই এখন আমাদের পণ্যের বৃহত্তম ক্রেতা। ইউরোপীয় অভিন্ন বাজারভুক্ত দেশসমূহ হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রেতা। গত বছর বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের অবস্থানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিবেশী দেশসমূহে রফতানী বৃদ্ধি এবং মধ্যপ্রাচ্যে বাজার সম্প্রসারণ।

১৯৭৭-৭৮ অর্থ বছরে অঞ্চলভিত্তিক রফতানী বিবরণী থেকে দেখা যায় যে রফতানী আয়ের দিক থেকে আমাদের বৃহত্তম ক্রেতাদের তালিকা হচ্ছে যথাক্রমে: এশিয়ার দেশসমূহ—২১৭ কোটি ৬০ লাখ টাকা, ইউরোপীয় অভিন্ন বাজারভুক্ত দেশসমূহ—১৫০ কোটি ২৪ লাখ টাকা, আফ্রিকার দেশসমূহ—১২৮ কোটি ৬৯ লাখ টাকা, আমেরিকার দেশসমূহ ১২০ কোটি ৮ লাখ টাকা এবং সোভিয়েট রাশিয়াসহ পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ—৮৫ কোটি ৩ লাখ টাকা।

উক্ত বছরে দেশভিত্তিক বিবরণীতে দেখা যায় যে পর্যায়ক্রমে প্রথম দশটি ক্রেতা দেশ হচ্ছে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েট ইউনিয়ন, মোজাম্বিক, গণচীন, ইটালী, মিসর, সুদান এবং বেলজিয়াম।

জনাব হক বলেন, বাংলাদেশের মত দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলোর দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের বিক্রীত পণ্যের সিংহভাগই হচ্ছে প্রাথমিক ও আধা-শিল্পজাত পণ্য এবং অন্যদিকে উন্নত দেশগুলো থেকে আমাদের আমদানীকৃত প্রয়োজনীয় পণ্যের অধিকাংশ হচ্ছে শিল্পজাত পণ্য, ভোগ্যপণ্য ও যন্ত্রপাতি। আমরা তুলনামূলকভাবে আমাদের পণ্যের মূল্য ক্রমেই কম পাচ্ছি এবং আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য বেশী হয়ে দিতে হচ্ছে। নইলে সমপরিমান পণ্য রফতানী করে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা আয় আরো বাড়াতে পারত।

তিনি বলেন, আমাদের রফতানী কাঠামো অত্যন্ত সীমিত। রফতানী ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী অগ্রগতি সাধন করতে হলে আমাদের রফতানী পণ্য বহুমুখী করতে হবে।